**DUM DUM MOTIJHEEL RABINDRA MAHAVIDYALAYA**

**208 / B / 2, DUM DUM ROAD**

**Department: Bengali**

**SEC 2 (Honours & General Both), 2023-2024**

**মুদ্রণশিল্প ও প্রকাশনা (PROJECT)**

**Paper Code: BNGSSEC02M**

**Semester- IV**

সকল ছাত্র-ছাত্রীকে Unit-1 (১ নং প্রশ্ন) থেকে একটি এবং Unit-2 (২ নং প্রশ্ন) থেকে একটি করে মোট দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১০ x ২ = ২০

**Unit-1( প্রুফ রিডিং )**

১। ক) প্রুফ সংশোধন বলতে কী বোঝ ? প্রুফ রিডার প্রুফ সংশোধনের সময় কোন বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেন ? প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে সকল সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলির মধ্যে ১০টি সাংকেতিক চিহ্নের প্রয়োগ দেখাও।

অথবা

খ) **প্রুফ সংশোধন করো।** ১০

**পান্ডুলিপি**

হরিবংশ পুরাণে আছে যে, সমুদ্র মন্থনকালে অমৃত যেরকম পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, ঐরাবত, কৌস্তভমণির সঙ্গে পাওয়া যায় পারিজাত বৃক্ষ। সেই পারিজাত বৃক্ষই কল্পতরু বৃক্ষ। কেন না সেই বৃক্ষ ইচ্ছাপূরণ করে। একমাত্র স্বর্গলোকেই তাকে পাওয়া যায়। ভিন্ন একটি প্রচলিত পুরাণ কাহিনি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ এই পারিজাত বৃক্ষটিকে নিয়ে আসেন মর্ত্যলোকে। একটা ধারণা হল , পাণ্ডব মাতা কুন্তীর চিতা থেকে এই পারিজাত বৃক্ষটির জন্ম হয়। এই বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মধ্যে দিয়ে কল্পতরুর বিশেষ তাৎপর্য পাওয়া যায়। কাশীপুর উদ্যানবাটীর ঘটনায় ঠাকুর অকাতরে করুণা বিতরণ করেছেন। কিন্তু তিনি আমাদের কাছ থেকে কী চেয়েছেন ? বলেছেন আমাদের চৈতন্য হোক।

**( প্রুফ কপি )**

হরীবংশ পুরানো আছে যে, সমুদ্র মন্থনকালে অমৃত যেরকম পায়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, ঐরাবণ কৌস্তভমণির সঙ্গে পাওয়া যায় পারিজাত। সেই পারিজাত বৃক্ষই কল্পতরু ব্রহ্ম। কেন না না সেই বৃক্ষ ইচ্ছাপূরণ করে। একমাত্র সর্গলোকেই তাকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রচলিত পুরাণ কাহিনি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিনীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ এই পারিজাত বৃক্ষটিকে নিয়ে আসেন মর্ত্যধামে। অপর ধারণা হল , কৌরব মাতা কুন্তীর চিন্তা থেকে এই পারিজাত বৃক্ষটি জন্ম নেয়। এই বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মধ্যে দিয়ে কল্পতরুর বিশেষ তৎপর পাওয়া যায়। বাণীপুর উদ্যানবাটীর ঘটনায় মাকুর অকাতরে করুণা বিতরণ করেছে। কিন্তু তিনি আমাদের কাছ থেকে কী চেয়েছেন , বলেছেন আমাদের চেতন্য হউক।।

**Unit-2( কম্পিউটারে বাংলা লিখন )**

২। ক) যেকোনো বাংলা সফটওয়ার ব্যবহার করে নিম্নলিখিত দুটি অংশের মধ্যে যেকোনো একটি বাংলা ফন্টে টাইপ করো। ১০

## দুই পাখি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে — 'খাঁচার পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে — 'বনের পাখি, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাখি বলে — 'না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে — 'হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।'

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখি পড়ে শিখানো বুলি তার —
দোঁহার ভাষা দুই মত।
বনের পাখি বলে — 'খাঁচার পাখি ভাই,
বনের গান গাও দিখি।'
খাঁচার পাখি বলে — 'বনের পাখি ভাই,
খাঁচার গান লহো শিখি।'
বনের পাখি বলে — 'না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই।'
খাঁচার পাখি বলে — 'হায়,
আমি কেমনে বনগান গাই।'

বনের পাখি বলে — 'আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখি বলে — 'খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারি ধার।'

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা — সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোছানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম — কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চন ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না।

৪/6/2024
Prof. (Dr.) ARIJIT SAHA
Principal & Secretary
Dum Dum Motijheel
Rabindra Mahavidyalaya

চতুর্থ সেমেস্টারের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, যেসকল ছাত্রছাত্রীর এই সেমেস্টারে বাংলা SEC আছে, সকলে নিজ নিজ প্রকল্প (Project) প্রস্তুত করে আগামী ২০/৬/২০২৪ তারিখের মধ্যে বাংলা বিভাগের যে কোনো অধ্যাপক-অধ্যাপিকার কাছে জমা দেবে। দুটো আলাদা কাগজে হাতে জমা দেবে। সমস্ত প্রকল্পটির একটি Front Page থাকবে, এই Front Page এ ছাত্রছাত্রীর অবশ্যই যে বিষয়গুলি লিখবে, সেগুলি হল —

(ক). মহাবিদ্যালয়ের নাম
(খ). বিভাগ
(গ). সেমেস্টার
(ঘ) ছাত্র/ছাত্রীর নাম
(ঙ) কলেজ রোল নং
(চ) রেজিস্ট্রেশন নং
(ছ) শিক্ষাবর্ষ

স্বাক্ষর
০৪.৬.২০২৪
বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ।

* Project জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২০/৬/২০২৪
* সকল ছাত্রছাত্রী অতি অবশ্যই Project সাথে সঙ্গে পরীক্ষার Admit-Card দেবে।